আবূ তালিব-এর ইসলাম

আল্লামা গোলাম মোস্তফা যহীর আমানপুরী

অনুবাদ

উযাইর রহমান
রিয়াজ হুসাইন

আবূ তালিব-এর ইসলাম

মূল উর্দু : আল্লামা গোলাম মোস্তাফা যহীর আমানপুরী (পাকিস্তানী)
অনুবাদ : উযাইর রহমান, রিয়াজ হুসাইন
স্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত
ইন্টারনেটে প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৯

[এই অনূদিত বইয়ের কোনো অংশ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ছাপানো, প্রিন্ট করা নিষেধ]

সূচি

আবূ তালিব-এর ইসলাম প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার মন্তব্য	০৫
আবূ তালিবের মুসলিম না হওয়ার দলীলসমূহ	০৬-১৩
আবূ তালিব ঈমান আনার দলীলাদির তাহকীকী পর্যালোচনা	১৪-২২

মুখবন্ধ

الحمدُ للهِ وحدَهُ ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَن لا نَبِيَّ بعدَهُ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচা আবূ তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব–মুসলিম না কি কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আহলুস সুন্নাহর কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু একদল লোক এ প্রসঙ্গে মতভেদ করে; বাংলা ভাষায় কিতাবাদি প্রচার কোরে সাধারণ আহলুস সুন্নাহ জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এই পুস্তিকায় সংক্ষেপে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো। শাইখ গোলাম মুস্তাফা যহীর আমানপুরী (পাকিস্তানী)-এর উর্দু লেখা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

উযাইর রহমান (মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত)
রিয়াজ হোসেন (তাওহীদ পাবলিকেশন্স অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগে কর্মরত)

আবূ তালিব-এর ইসলাম

প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেন

يَقُولُ الْجُهَّالُ مِنْ الرَّافِضَةِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ آمَنَ وَيَحْتَجُّونَ بِمَا فِي "السِّيرَةِ" مِنْ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ وَفِيهِ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ خَفِيٍّ وَقْتَ الْمَوْتِ . وَلَوْ أَنَّ الْعَبَّاسَ ذَكَرَ أَنَّهُ آمَنَ لَمَا كَانَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُّك الشَّيْخُ الضَّالُّ كَانَ يَنْفَعُك فَهَلْ نَفَعْته بِشَيْءِ؟ فَقَالَ : وَجَدْته فِي غَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَشَفَعْت فِيهِ حَتَّى صَارَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ فِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ" . هَذَا بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ كَانَ آخِرَ شَيْءٍ قَالَهُ : هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَنَّ الْعَبَّاسَ لَمْ يَشْهَدْ مَوْتَهُ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ لَوْ صَحَّ لَكَانَ أَبُو طَالِبٍ أَحَقّ بِالشُّهْرَةِ مِنْ حَمْزَةَ وَالْعَبَّاسِ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْعِلْمِ الْمُتَوَاتِرِ الْمُسْتَفِيضِ بَيْنَ الْأُمَّةِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ أَبُو طَالِبٍ فِي جُمْلَةِ مَنْ يُذْكَرُ مَنْ أَهْلِهِ الْمُؤْمِنِينَ كَحَمْزَةَ وَالْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَ هَذَا مِنْ أَبْيَنِ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ.

"রাফেজী ও অন্যান্য জাহিল লোকেরা বলে যে, আবূ তালিব ঈমান এনেছিলেন। এ বিষয়ে তারা ইতিহাসে বর্ণিত যঈফ হাদীস থেকে দলীল দিয়ে থাকে। তাতে রয়েছে যে–তিনি মৃত্যুর সময় (ঈমান প্রসঙ্গে) গোপনে কিছু বলেছিলেন। তবে, আবূ তালিবের ঈমানের বিষয়ে যদি আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আলোচনা করেই থাকেন; তাহলে কেন তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন যে, আপনার পথভ্রষ্ট বৃদ্ধ চাচা (তার জীবদ্দশায়) আপনার অনেক কাজে আসত। আপনার দ্বারা তিনি উপকৃত হয়েছেন কী? তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : "আমি তাকে জাহান্নামের গভীরে পেলাম, তাই তার ব্যাপারে সুপারিশ করলাম। ফলে তিনি জাহান্নামের হালকা জায়গায় চলে আসলেন। এখন তার পায়ে আগুনের জুতা আছে, সে কারণে তার মগজ টগবগ করছে। যদি আমি না থাকতাম, তাহলে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করতেন। (বুখারী : ৬৫৬৪, মুসলিম : ৩৬০-৩৬২) সুতরাং এ দাবি সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার বিপরীত। কেননা সর্বশেষ যে কথাটি তিনি (আবূ তালিব) বলেছিলেন, তা হলো : তিনি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরই অটল রয়েছেন। আর আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন না। এরপরও যদি কথাটি সহীহই হয়–তাহলে আবূ

তালিবই, হামযা এবং আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ হতেন। কিন্তু উম্মাতের পূর্বাপরের সকলের থেকে মুতাওয়াতির ও মুস্তাফিয বর্ণনার দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবারের মুমিনদের মধ্যে হামযা, আব্বাস, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন [রাদিয়াল্লাহু আনহুম]-দের ব্যাপারে যেরূপ আলোচনা করা হয়েছে, অন্য কোনো বর্ণনায় আবূ তালিবের ব্যাপারে এরূপ আলোচনা করা হয়নি। এটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, কথাটি (আবূ তালিবের ইসলাম গ্রহণ) মিথ্যা।[১]

এখন অতি সংক্ষেপে আবূ তালিবের মুসলিম না হওয়ার দলীলসমূহ উপস্থাপন করছি :

দলীল নম্বর : ১

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

"নিশ্চয় তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনি ভাল জানেন।[২]

ঐক্যমত অনুযায়ী এ আয়াত আবূ তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যেমন, হাফিয নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) [৬৩১-৬৭৬ হি.] বলেন,

فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِب. وَكَذَا نَقَلَ إِجْمَاعهمْ عَلَى هَذَا الزَّجَّاج وَغَيْره. وَهِيَ عَامَّة فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي وَلَا يُضِلّ إِلَّا الله تَعَالَى.

সকল মুফাসসিরগণ একমত যে, আয়াতটি আবূ তালিবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। ইজমার এ বিষয়টি যাজ্জাজ এবং অন্যান্যরা লিপিবদ্ধ

---

১. মাজমুউল ফাতওয়া লি ইবনু তায়মিয়াহ- ৪/৩২৭

২. সূরা কাসাস ২৮ : ৫৬

করেছেন। আবার আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক যে, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ হেদায়াত দিতে পারে না এবং পথভ্রষ্টও করতে পারে না।[৩]

হাফিয ইবনু হাজার (রহমাহুল্লাহ তাআলা) [৭৭৩-৮৫২ হি.] বলেন,

لَمْ تَخْتَلِفِ النَّقَلَةُ فِي أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ. "এ কথায় কোনো মতভেদ নেই যে, আয়াতটি আবূ তালিবের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে।"[৪]

দলীল নম্বর : ২

মুসায়্যাব বিন হুয্ন বর্ণনা করেন,

لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « يَا عَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ». فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « أَمَا وَاللَّهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ). وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- (إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ).

আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নিকট আসলেন। সেখানে তিনি আবূ জাহল এবং আবদুল্লাহ বিন আবী উমাইয়া ইবনুল মুগীরাকে পেলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : হে চাচা! আপনি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলুন! এটি এমন একটি কালিমা, যার বিনিময়ে আমি মহান আল্লাহর নিকট আপনার জন্য সাক্ষ্য দিব। তখন আবূ জাহল এবং আবদুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়াহ বলে উঠল, হে আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাত (দীন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে?

---

৩. শারহুন নাবাবী : ১/৪১

৪. ফাতহুল বারী : ৮/৫০৬

আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বারংবার তাঁর কথাটি পেশ করতে থাকলেন। আবূ তালিব শেষে যে কথাটি বললেন তা হলো, তিনি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরই অটল থাকবেন এবং তিনি "লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ" পাঠ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ আমাকে নিষেধ না করা হয়, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করলেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

"নাবী এবং ঈমানদারদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা শোভা পায় না, যদিও তারা (মুশরিকরা) নিকটাত্মীয় হয়। কেননা তারা যে জাহান্নামী হবে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।"[৫]

আবূ তালিবের ব্যাপারে মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আয়াত নাযিল করে বললেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"নিশ্চয় তুমি যাকে ভালবাসো তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনিই ভাল জানেন।"[৬]

উক্ত হাদীস এ কথার দলীল যে, আবূ তালিব কাফির ছিল। সে আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপর মারা গেছে। মৃত্যুর সময় তিনি কালিমা পড়তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। তার ভাগ্যে হেদায়াত জুটেনি। আল্লাহ তাআলা নাবীকে তার পক্ষে দুআ করতে নিষেধ করেছেন।

---

৫. সূরাহ তাওবাহ ৯ : ১১৩
৬. সূরাহ আল কাসাস ২৮ : ৫৬

দলীল নম্বর : ৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- لِعَمِّهِ «قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ لَوْلاَ أَنْ تُعَيِّرَنِى قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ)

"আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চাচাকে বললেন, আপনি লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ বলুন, কিয়ামাত দিবসে আপনার পক্ষে আমি এর সাক্ষ্য দিব। উত্তরে তিনি বললেন,

যদি কুরাইশরা আমাকে ভর্ৎসনা না করত যে, মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে আমি এ কথা বলেছি; তাহলে আমি তা পাঠ করে তোমার চোখ জুড়াতাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

"তুমি যাকে চাইবে হিদায়াত করতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন হিদায়াত দান করেন।"[৭]

দলীল নম্বর : ৪

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ.

আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি আবূ ত্বলিবের কোনো উপকার করতে পারবেন? তিনি তো সবসময় আপনার হিফাযত করতেন এবং আপনার জন্য অন্যের উপর রাগ করতেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি এখন

৭. সূরাহ আল-কাসাস ২৮ : ৫৬, সহীহ মুসলিম : ১/৪০, ২৫

জাহান্নামের হালকা স্তরে আছেন। যদি আমি না থাকতাম, তাহলে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন।[৮]

হাফেয সুহাইলী (রহমাতুল্লাহি তাআলা) বলেন, (৫০৮-৫৮১ হি.)

وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنّ عَبْدَ الْمُطّلِبِ مَاتَ عَلَى الشّرْكِ.

"হাদীসের বাহ্যিক অর্থ আবদুল মুত্তালিব মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণের কথাই প্রমাণ করে।"[৯]

হাফেয ইবনু হাজার (রহমাতুল্লাহি তাআলা) উক্ত হাদীসের নিচে বলেন,

فَهَذَا شَأْنُ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَلَوْ كَانَ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيْدِ لَنَجَا مِنَ النَّارِ أَصْلًا وَالْأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ وَالْأَخْبَارُ الْمُتَكَاثِرَةُ طَافِحَةٌ بِذَلِكَ. (الاصابة في تمييز الصحابة 241/7)

এ পরিণতি তো ঐ ব্যক্তির হবে, যে কাফের অবস্থায় মারা গিয়েছে। সে যদি তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করত তাহলে অবশ্যই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেত। কিন্তু অনেক সহীহ হাদীস এবং অসংখ্যা আসার (আবূ তালিবের কুফরের) ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে।[১০]

দলীল নম্বর : ৫

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ. (بخاري 3885، 6564، مسلم 535)

"আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন। তাঁর সামনে চাচা আবূ তালিবের আলোচনা করা হলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আশা করি কিয়ামাতের দিনে আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে; আর তাকে আগুনের

৮. সহীহ বুখারী : ১/৫৪৮, হা. ৩৮৮৩, সহীহ মুসলিম : ১/১১৫, হা. ২০৯
৯. আর-রওযুল আনফ : ৪/১৯
১০. আল ইসাবাহ ফি তাময়িযিস সহাবাহ : ৭/২৪১

হালকা স্তরে রাখা হবে। যেখানে আগুন তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছবে, আর তাতেই তার মগজ ফুটতে থাকবে।[১১]

দলীল নম্বর : ৬

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ». (مسلم 537، 115/1، ح 212)

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি হবে আবূ তালেবের। আর তা হলো সে আগুনের দুটি জুতা পরিধান করবে যাতে তার মগজ গলে যাবে।[১২]

দলীল নম্বর : ৭

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

لما توفي أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك قد توفي قال : «اذهب فواره، قلت : إنه مات مشركا، قال : « اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني» ، ففعلت ثم أتيته فأمرني أن أغتسل. (مسند الطيالسي دار المعرفة 120، دار الهجر 122.)

“আমার পিতা মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললাম : আপনার চাচা তো মৃত্যুবরণ করলেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যাও তাকে দাফন করো। আমি বললাম তিনি তো মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যাও! তাকে দাফন করো। আর আমার নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত কোনো অন্য কোনোকিছু করো না। আমি তাই করলাম অতঃপর তার নিকট আসলে আমাকে গোসল করার নির্দেশ দিলেন।[১৩]

---

১১. সহীহ বুখারী ১/৮৭, হা. ৩৮৮৫, সহীহ মুসলিম : ১/১১৫, হা. ২১০

১২. সহীহ মুসলিম : ১/১১৫, হা. ২১২

১৩. মুসনাদুত তয়ালিসী দারুল মা'রেফাহ হা. ১২০ সানাদ হাসান মুত্তাসিল।

একটি বর্ণনায় আছে যে, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললাম :

إن عمك الشيخ الضال مات فمن يواريه قال اذهب فوار أباك ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني فواريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت ودعا لي وذكر دعاء لم أحفظه. قال الشيخ الألباني : صحيح.

আপনার পথভ্রষ্ট বৃদ্ধ চাচা মারা গেছেন, তাকে দাফন করবে কে? তিনি বললেন, যাও এবং তোমার পিতাকে দাফন করো।[১৪]

এই হাদীস ইমাম ইবনু খুযাইমাহ–(অনুরূপ ইসাবা গ্রন্থে ইবনু হাজার : ৭/১১৪), আর ইমাম ইবনু জারূদ (রহমাতুল্লাহি তাআলা) (৫৫০ হি.) সহীহ বলেছেন।

এ হাদীস অকাট্য দলীল যে, আবূ তালিব মুসলিম ছিলেন না। তার উপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সালাতুল জানাযা পড়েননি।

দলীল নম্বর : ৮

সাহাবী উসামা বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সুস্পষ্ট বলেন

وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ.

আকীল ও তালিব উভয়ই আবূ তালিবের উত্তরাধিকারী হয়েছিল কিন্তু জা'ফর ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) উত্তরাধিকারী হতে পারেননি। কেননা তারা উভয়ে ছিলেন মুসলিম। আর আক্বীল ও তালিব ছিল কাফের।[১৫]

উক্ত রিওয়ায়াতও স্পষ্ট দলীল যে, আবূ তালিব কুফরের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল। তাই তো আকীল ও তালিব-এর বিপরীতে জাফার ও আলী–আবূ তালিবের উত্তারাধিকার হননি। কেনন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মহান

---

১৪. মুসনাদ ইমাম আহমাদ : ১/৯৭, সুনান আবূ দাউদ ৩২১৪, সুনান আন-নাসাঈ : ১৯০, ২০০৮, সানাদ হাসান।

১৫. সহীহ বুখারী : ১/২১৬, হা. ১৫৮৮, সহীহ মুসলিম : ২/৩৩, হা. ১৬১৪

বাণী–لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. "মুসলিম কোনো কাফেরের এবং কাফের কোনো মুসলিমের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।[১৬]

ইমাম ইবনু আসাকির (৪৯৯-৫৭১ হি.) বর্ণনা করেন :

وقيل أنه أسلم ولا يصح اسلامه. (تاريخ ابن عساكر: 307/66)

বলা হয় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার ইসলাম গ্রহণ অপ্রমাণিত।[১৭]

আবূ তালিব ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করায়–নাবী (ﷺ) অনেক ব্যথিত হয়েছিলেন। অবশ্যই আবূ তালিবের পুরো জীবন ইসলামের বন্ধু ছিলেন। ইসলাম ও ইসলামের রাসূলের জন্য সর্বদা নম্র ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা যে, সে ইসলামের ধন দ্বারা ধনী হতে পারেনি। তাই আমরা আমাদের অন্তর ব্যথিত হলেও তার জন্য দুআ করতে পারব না।

হাফিয ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) (৭০০-৭৭৪) আবূ তালিবের কুফরের অবস্থায় মৃত্যুবরণ প্রসঙ্গ উল্লেখের পর লিখেছেন :

ولو لا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين، لاستغفرنا لابي طالب وترحمنا عليه. (سيرة الرسول لابن كثير: 132/2).

মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারে মহান আল্লাহ যদি আমাদের নিষেধ না করতেন, তাহলে অবশ্যই আমি আবূ তালিবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম এবং তার প্রতি অনুগ্রহের দুআ করতাম।[১৮]

কতিপয় লোক আবূ তালিবের ঈমানের সপক্ষে দলীল পেশ করে। সেগুলোর সংক্ষিপ্ত এবং তাহকীকী পর্যালোচনা উপস্থাপন করছি।

---

১৬. সহীহ বুখারী : ২/৫৫১, হা. ৬৭৬৪, সহীহ মুসলিম : ২/৩৩ হা. ১৬১৪
১৭. তারীখু ইবনু আসাকির : ৬৬/৩০৭
১৮. সীরাতুর রাসূল লি ইবনু কাসীর : ২/১৩২

তাহকীকী পর্যালোচনা (১) :

প্রসিদ্ধ শীআ তবরাসী (৫৪৮) লিখেছে,

وقد ثبت اجماع أهل البيت عليهم السلام على إيمان أبي طالب، وإجماعهم حجة. (تفسير مجمع البيان للطبري : 31/4)

আবূ তালিবের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে ইজমা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আর তাদের একমত হওয়াই একটি দলীল।[১৯]

এরূপ ইজমার দাবি করা অবান্তর। এই ইজমা কি জমিনের নিচে হয়েছে? জমিনের বুকে তো এরূপ ইজমা হয়নি। আহলে বাইতের মধ্যে একজন থেকে সহীহ সানাদ-সহ আবূ তালিবের ঈমান প্রমাণ করা হোক। যদি প্রমাণিত না হয়, তা হলে কুফরের অবস্থায় আবূ তালিবের মৃত্যু হওয়ার দলীলাদি মেনে নেওয়া উচিত।

তাহকীকী পর্যালোচনা (২) :

সাহাবী ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

فَلَمّا رَأَى حِرْصَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي ، وَاَللّهِ لَوْلَا مَخَافَةُ السّبّةِ عَلَيْك وَعَلَى بَنِي أَبِيك مِنْ بَعْدِي ، وَأَنْ تَظُنّ قُرَيْشٌ أَنّي إنّمَا قُلْتهَا جَزَعًا مِنْ الْمَوْتِ لَقُلْتهَا لَا أَقُولُهَا إلّا لِأَسُرّك بِهَا . قَالَ فَلَمّا تَقَارَبَ مِنْ أَبِي طَالِبٍ الْمَوْتُ قَالَ نَظَرَ الْعَبّاسُ إلَيْهِ يُحَرّكُ شَفَتَيْهِ قَالَ فَأَصْغَى إلَيْهِ بِأُذُنِهِ قَالَ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي . وَاَللّهِ لَقَدْ قَالَ أَخِي الْكَلِمَةَ الّتِي أَمَرْتَهُ أَنْ يَقُولَهَا ، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ أَسْمَع. (السيرة لابن هشام 417/1-418، المغازي ليونس بن بكر: ص 238، دلائل النبوة للبيهقي : 346/2)

যখন আবূ তালিব নিজের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনেক আগ্রহ দেখলেন, তিনি আল্লাহর কসম করে বললেন, হে ভাতিজা! আমার মৃত্যুর পর যদি আমি তোমাকে এবং তোমার পিতার বংশধরের উপর মন্দ বলার ভয় না করতাম এবং কুরাইশরা যদি ধারণা না করত যে,

---

১৯. তাফসীর মাজমাউল বায়ান আত-তবরাসী : ৪/৩১

আমি মৃত্যুর ভয়ে এই কালিমা পাঠ করছি, তাহলে আমি কালিমা পাঠ করতাম, আমি শুধু তোমাকে খুশি করার জন্য উহা বলতে পারি। রাবী বলেন, অতঃপর আবূ তালিবের মৃত্যু আসন্ন অবস্থায় আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে দেখলেন যে, তিনি তার দুই ঠোঁট নাড়াচ্ছেন। রাবী বলেন, তখন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তা কান লাগিয়ে শুনলেন এবং [রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে] বললেন, হে ভাতিজা! আল্লাহর কসম তুমি যে কালেমা পাঠ করার জন্য আমার ভাইকে বলেছিলে, সে তা পাঠ করেছে। রাবী বলেন, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কিন্তু আমি তা শুনিনি।[২০]

উক্ত বর্ণনা অত্যন্ত দুর্বল। কেননা, হাফিয ইবনু আসাকির (রাহিমাহুল্লাহু তাআলা) (৪৯৯-৫৭১) লিখেন,

(أ) هذا الحديث في بعض إسناده من يجهل، والأحاديث الصحيحة تدل على موته كافرا.(تاريخ ابن عساكر: 333/66)

(ক) এ হাদীসের একজন রাবী মাজহুল বা অজ্ঞাত। এর বিপরীতে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আবূ তালিব কুফরের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।[২১]

(খ) হাফিয বায়হাকী (রাহিমাহুল্লাহু তাআলা) (৩৮৪-৪৫৮) বর্ণনা করেন :

(ب) هذا اسناد منقطع، ولم يكن اسلم العباس في ذلك الوقت، وحين اسلم سأل النبي ﷺ عن حال أبي طالب، فقال ما في الحديث الثابت..... : يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيئ، فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال : (نعم، هو في ضحضاح من نار، لو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار" رواه البخاري ومسلم. (دلائل النبوة للبيهقي : 346/2)

এর সানাদটি মুনকাতে‘, সে-সময় আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেননি। অতঃপর যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন তিনি আবূ তালিবের অবস্থা সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেন। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে উত্তরই

---

২০. সীরাত ইবনু হিশাম ১/৪১৭-৪১৮, মাগাযী লি ইউনুস বিন আবূ বাকার : পৃ: ২৩৮, দালাইলুন নাবুওয়াহ লিবায়হাকী : ২/৩৪৬

২১. তারীখু ইবনু আসাকির : ৬৬/৩৩৩

দেন যা সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আপনি কি আবূ তালিবের কোনো উপকার করেছেন? তিনি তো সবসময় আপনার হিফাযত করতেন এবং আপনার জন্য অন্যের উপর রাগ করতেন। তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। তিনি এখন জাহান্নামের হালকা স্তরে আছেন। যদি আমি না হতাম, তাহলে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন। আর এটি বুখারী ও মুসলিম উভয়ই বর্ণনা করেছেন।[২২]

(গ) হাফিয যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) (৬৭৩-৭৪৮ হি.) বর্ণনা করেন,

هذا لا يصح، ولو كان سمعه العباس يقولها لما سأل النبي ﷺ، وقال: هل نفعت عمك بشيئ، ولما قال علي بعد موته : يا رسول الله! إن عمك الشيخ الضال قد مات. (تاريخ الاسلام للذهبي:2/149)

এটি সঠিক নয়। যদি আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ তালিবকে এরূপ বলতে শুনতেন, তাহলে তিনি নাবী (ﷺ)-কে পরবর্তীতে জিজ্ঞাসা করতেন না যে, আপনি আপনার চাচার কোনো উপকারে আসবেন? আর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও তার পিতা (আবূ তালিবের) মৃত্যুর পর বলতেন না যে, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আপনার পথভ্রষ্ট চাচা মৃত্যুবরণ করেছেন।[২৩]

তিনি [হাফিয যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ)] আরো বলেন,

قال : اسناده ضعيف، لأن فيه مجهولا، وأيضا فكان العباس ذلك الوقت على جاهليته، وَلِهَذَا إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ لَمْ يَقْبَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَتَهُ وَقَالَ لَهُ: لَمْ أَسْمَعْ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، فَلَوْ كَانَ الْعَبَّاسُ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ إِسْلَامِ أَخِيهِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا قَالَ هَذَا، وَلَمَا سَكَتَ عِنْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ "، وَلَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَكِنَّ الرَّافِضَةَ قَوْمٌ بُهْتٌ.

হাদীসটির সানাদ যঈফ, কেননা এতে মাজহুল রাবী আছে। এছাড়াও আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঐ সময় জাহিলিয়্যাতের উপর ছিলেন। আবার এ হাদীস

---

২২. দালাইলুন নাবুওয়াহ লিল বায়হাক্বী- ২/৩৪৬
২৩. তারীখুল ইসলাম লিয যাহাবী : ২/১৪৯

প্রমাণিত হলেও নাবী (ﷺ) তার বর্ণনা গ্রহণ না করে বলেছেন : আমি তো শুনিনি। আর পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণ করার পর বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আপনি কি কোনো বিষয়ে আবূ তালিবের উপকারে আসবেন, সে তো আপনাকে (মানুষদের অকল্যাণ থেকে) হিফাযত করতেন এবং আপনার পক্ষে অন্যের উপর রাগ করতেন? যদি আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে তার ভাই আবূ তালিবের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে জানা থাকত, তাহলে কেন তিনি এরূপ প্রশ্ন করলেন। আর কেনই বা চুপ থাকলেন যখন নাবী (ﷺ) বললেন যে, সে জাহান্নামের হালকা স্তরে থাকবে? তার বলা উচিত ছিল যে, আমি তো তাকে "لا إله إلا الله" বলতে শুনেছি। বরং রাফেজীরা হলো আজব একটি সম্প্রদায়।[২৪]

(ঘ) ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহু তাআলা) (৭০০-৭৭৪ হি.) বলেন,

إن في السند مبهما لا يعرف حاله، وهو قول عن بعض أهله، وهذا إبهام في الاسم والحال، ومثله يتوقف فيه لو انفرد ..... والخبر عندي ما صح لضعف في سنده. (البداية والنهاية لابن كثير: 3/123-125)

এ সানাদে একজন মুবহাম রাবী রয়েছে, যার অবস্থা অজ্ঞাত। এটি তার কোনো এক অনুসারীর কথা। নাম এবং অবস্থা উভয়ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা রয়েছে। তাই যদি এরূপ রাবীর বর্ণনা একক হলে সেখানেই থেমে যাওয়া উচিত। আর সানাদ যঈফ হওয়ার কারণে আমার নিকটে এটি সহীহ নয়।[২৫]

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহু তাআলা) (৭৭৩-৮৫২) এ বর্ণনাটি একটি সানাদে লেখেন

وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحا لعارضه هذا الحديث الذي هو أصح منه فضلا عن أنه لا يصح. (فتح الباري لابن حجر: 7/184)

---

২৪. তারীখুল ইসলাম লিয যাহাবী : ২/১৫১

২৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া লি ইবনু কাসীর : ৩/১২৩-১২৫

এ হাদীস এমন সানাদে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে একজন রাবীর নাম উল্লেখ নেই। এটি সহীহ হলেও এর বিপরীতে অত্যধিক সহীহ হাদীসের বিপরীত। তাছাড়া এর সহীহ হওয়া অবান্তর।[২৬]

আল্লামা আইনী হানাফী (৭৬২-৮৫৫ হি.) (রহমাহুল্লাহ তাআলা) লেখেন যে,

في سند هذا الحديث مبهم لا يعرف حاله، وهذا إبهام في الاسم والحال، ومثله يتوقف فيه لو انفرد. (شرح أبي داؤد للعيني الحنفي 172/6)

এ হাদীসের সানাদে একজন মুবহাম; যার অবস্থা জানা যায় না। নাম-পরিচয় মাজহুল বা অজ্ঞাত। এরূপ রাবীর বর্ণনা একক হলে সেখানেই থামতে হয়।[২৭]

আবূ তালিবের কুফরের অবস্থায় মৃত্যু হওয়া প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট কুরআনের (দলীল) এবং অনেক সহীহ হাদীসসমূহ প্রত্যাখ্যান করে–একটি যঈফ বর্ণনাকে ভিত্তি বানিয়ে, আবূ তালিবের ইসলাম ও ঈমান প্রমাণ করা ইনসাফ নয়।

তাহকীকী পর্যালোচনা (৩) :

ইসহাক্ব বিন আবদুল্লাহ বিন হারিস বলেন,

قال العباس : يا رسول الله ! أترجوا لأبي طالب؟ قال : كل الخير أرجو من ربي، يعنى لأبي طالب. (الطبقات الكبرى لابن سعد : 124/1، تاريخ ابن عساكر: 336/66)

আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি কি আবূ তালিবের জন্য কোনোরূপ আশাপোষণ করেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : আমি আবূ তালিবের জন্য আমার রবের নিকট সর্বপ্রকার কল্যাণের আশা করি।[২৮]

---

২৬. ফাতহুল বারী লি ইবনু হাজার : ৭/১৮৪

২৭. শারহু আবী দাউদ লিল আইনী আল হানাফী ৬/১৭২

২৮. আত ত্বাবাক্বাতুল কুবরা লি ইবনু সা'দ : ১/১২৪, তারীখু ইবনু আসাকির : ৬৬/৩৩৬

তাবসিরাহ : বর্ণনাটি যঈফ। ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস একজন তাবেয়ী এবং সরাসরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করছেন, তাই হাদীসটি মুরসাল হওয়ার দরুন মুনকাতে' ও যঈফ।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানি (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) উক্ত রাবীর সম্পর্কে বলেন,

وذكر ابن حبان في ثقات أتباع التابعين، ومقتضاه عنده أن روايته عن الصحابة مرسلة. (تهذيب التهذيب لابن حجر: 210/1)

ইবনু হিব্বান 'সিকাতু আতবাউত তাবেয়ীন' কিতাবে উল্লেখ করেন, এর দাবি হলো যে, ইমাম ইবনু হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ তাআলা)-এর নিকট তার সাহাবী থেকে বর্ণনা মুরসাল।[২৯]

এর উপর ভিত্তি করে এই রিওয়ায়াত মু'দাল অর্থাৎ দ্বিত-মুনকাতি' হয়ে যায়।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.) (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) থেকে এ ফায়সালাও শুনা যাক,

ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض، أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب، ولا يثبت من ذلك شيئ. (فتح الباري لابن حجر: 148/7)

আমি এমন একটি কিতাব সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি, যা কোনো এক রাফেজী সংকলন করেছে। যাতে এরূপ অনেকগুলো দুর্বল বর্ণনা রয়েছে, যা আবূ তালিবের মুসলিম হওয়ার বিষয়ে ওকালতি করে। কিন্তু তন্মধ্যে কিছুই প্রমাণিত নয়।[৩০]

একটি কুরআনী দলীল

শীআরা আবূ তালিবের নাজাতের পক্ষে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করে :

---

২৯. তাহযীবুত তাহযীব লি ইবনু হাজার : ১/২১০
৩০. ফাতহুল বারী লি ইবনু হাজার : ৭/১৪৮

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাকে শক্তি যুগিয়েছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং তার নিকট যে নূর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার অনুসরণ করেছে, তারাই প্রকৃত সফলকাম।[৩১]

শীআরা আবূ তালিবের সম্পর্কে বলে তিনি নাবী (ﷺ)-কে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। নাবী (ﷺ)-এর জন্য তার শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করেছে; তাই সে নাজাত পেয়েছে।

উক্ত কথার জবাবে ইবনু হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) (৭৭৩-৮৫২) লিপিবদ্ধ করেন,

وهذا مبلغهم من العلم وإنا نسلم أنه نصره وبالغ في ذلك لكنه لم يتبع النور الذي أنزل معه وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من الصفات كلها. (الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: 241/7)

ইহাই তাদের জ্ঞানের উচ্চসীমা! হ্যাঁ আমরা এ কথা মানি যে, তিনি তাকে সাহায্য করেছেন এবং অনেক বেশি সহযোগিতা করেছেন কিন্তু তাঁর সাথে যে নূর অবতীর্ণ হয়েছে, তারা তার অনুসরণ করেন নি। আর সেই নূর হলো মহান কিতাব, যা তাওহীদের দিকে আহ্বান করে। এই নূর তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে যেভাবে সুবিন্যস্ত করেছে, তা অর্জন করা ছাড়া কোনো ব্যক্তি সফলকাম হতে পারে না।[৩২]

আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ بَصُرَ بِامْرَأَةٍ لَا نَظُنُّ أَنَّهُ عَرَفَهَا فَلَمَّا تَوَجَّهْنَا الطَّرِيقَ وَقَفَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ فَإِذَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ مَا أَخْرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ يَا فَاطِمَةُ قَالَتْ أَتَيْتُ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ فَرَحِمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ وَعَزَّيْتُهُمْ فَقَالَ لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمْ الْكُدَى قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا مَعَهُمْ وَقَدْ

৩১. সূরা আ'রাফ ৭ : ১৫৭
৩২. আল ইসাবাহ ফি তাময়ীযিস সাহাবাহ লি ইবনু হাজার : ৭/২৪১

سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِي ذَلِكَ مَا تَذْكُرُ قَالَ لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ.

(مسند أحمد : 2،168/6574، 2/223، سنن أبي داؤد : 3123، سنن النسائ :1880-1881، سند حسن)

একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে পথ চলছিলাম, আমরা এক মহিলার মুখোমুখি হলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বুঝতে পারিনি যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাটিকে চিনতে পেরেছেন। যখন আমরা পথ চলতে লাগলাম, তিনি থেমে গেলেন আর মহিলাটি তার নিকট চলে আসল। দেখা গেল যে, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেয়ে ফাতিমাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন : হে ফাতিমাহ! ঘর থেকে কেন বের হয়েছ? তিনি বললেন, আমি এ বাড়ির লোকদের সান্ত্বনা দিতে এবং তাদের মনে শক্তি যোগাতে এসেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন : খুব সম্ভব তুমি তাদের সঙ্গে কবর পর্যন্ত গিয়েছিলে। তিনি বললেন, আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। নারীদের কবরস্থানে যাওয়ার বিষয়ে আমি আপনার আলোচনা শুনেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তুমি তাদের সঙ্গে কবরস্থানে গেলে—ঐ পর্যন্ত জান্নাত দেখতে পেতে না, যতক্ষণ-না তোমার পিতার দাদা (আব্দুল মুত্তালিব) জান্নাত দেখত।[৩৩]

এই হাদীসকে ইমাম ইবনু হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) সহীহ বলেছেন।[৩৪] ইমাম হাকিম (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) শায়খায়নের শর্তে সহীহ বলেছেন।[৩৫] হাফিয যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

এর রাবী রাবীআহ বিন সায়ফ, অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট 'হাসানুল হাদীস'।

উক্ত হাদীসের আলোচনায় ইমাম বায়হাকী (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) (৩৮৪-৪৫৮ হি.) বর্ণনা করেন,

---

৩৩. মুসনাদে ইমাম আহমাদ : ২/১৬৮, ২/২২৩, সুনান আবী দাউদ : ৩১২৩, মুখতাসার সুনান আন-নাসাঈ : ১৮৮১, সানাদ হাসান

৩৪. সহীহ ইবনে হিব্বান : ৩১৭৭

৩৫. হাকিম : ১/৩৭৩, ৩৭৪

جَدُّ أَبِيهَا: عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ ..... وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْوَثَنَ حَتَّى مَاتُوا، وَلَمْ يَدِينُوا دِينَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ وَأَمْرُهُمْ لَا يَقْدَحُ فِي نَسَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ، أَلَا تَرَاهُمْ يُسْلِمُونَ مَعَ زَوْجَاتِهِمْ فَلَا يَلْزَمُهُمْ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ، وَلَا مُفَارَقَتُهُنَّ إِذَا كَانَ مِثْلُهُ يَجُوزُ فِي الْإِسْلَامِ. وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ (دلائل النبوة للبيهقي : 1/192-193)

ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর পিতার দাদা হলেন, আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম .... তারা আজীবন মূর্তিপূজা করেছিল। ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর দীনেও তারা দীক্ষিত হয়নি। তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বংশে তাদের আলোচনা কোনো খুঁত নয়। কেননা কাফেরদের বিবাহ বৈধ। আর এটি দেখা যেত যে, কাফেররা সপরিবারে মুসলিম হলে তাদের নতুন করে বিবাহ বা স্ত্রীদের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হতো না। কেননা ইসলামে এরূপ জায়িয।[৩৬]

সুতরাং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব জাহিলিয়্যাতের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; আর তাতেই মারা গেছে। আর এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা। আর শীআরা এর উল্টো কথা বলে।

হাফিয ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহু তাআলা) (৭০০-৭৭৪ হি.) বর্ণনা করেন,

والمقصود أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية، خلافا لفرقة الشيعة فيه وفي ابنه أبي طالب. (السيرة لابن كثير: 1/238-239)

এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আবদুল মুত্তালিব জাহিলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু শীআরা তার ব্যাপারে এবং তার ছেলে আবূ তালিবের ব্যাপারে ভিন্ন (মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণের) মতপোষণ করে।[৩৭]

---

৩৬. দালাইলুন নাবুওয়াহ লিল বাইহাক্বী : ১/১৯২-১৯৩
৩৭. সীরাত ইবনু কাসীর : ১/২৩৮-২৩৯